দৈনিক ইনকিলাব 065

তারিখ 09 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

09 MAR 1987

কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের পাঠ্যসূচী

বিষয়টির উপর আলোচনা সমালোচনা কম হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, কিণ্ডার গার্টেন ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বোর্ড বহির্ভূত পাঠ্যসূচী অব্যাহতভাবে অনুসরণ করে ছাত্র-ছাত্রী তথা অভিভাবক মহলের আর্থিক বোঝা বৃদ্ধি করে চলেছেন। সরকারী স্কুলের পাঠ্যসূচী তারা অনুসরণ করে না। শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত এবং অনুমোদিত পাঠ্যসূচী বহির্ভূত বেসরকারী ও কিণ্ডার গার্টেন স্কুলসমূহে কি কি বই পড়ানো হয়, তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অজানা থাকার কথা নয়। কোন কোন কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে এ পর্যায়ে বিদেশী বইও পড়ানো হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় বিষয়টি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী রাখে।

বেসরকারী কিণ্ডার গার্টেন স্কুলসমূহের যে হাল-হকিকত তাতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে; এক শ্রেণীর স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না। তারা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বোর্ড বহির্ভূত পাঠ্যপুস্তক পড়িয়ে স্কুল শিক্ষার মান ও তারতম্য সৃষ্টি করে চলেছে। এর ফলে একদিকে যেমন সরকারী নীতি অমান্য হচ্ছে তেমনি অভিভাবকদের প্রতিও অবিচার করা হচ্ছে। বাড়তি বইয়ের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপিয়ে পাঠ্যসূচীর এহ অসঙ্গতি আরো বাড়িয়ে তুলছে।

প্রসঙ্গক্রমে কিণ্ডার গার্টেন ও বেসরকারী স্কুলগুলোর বেতন, ফিস ইত্যাদিতে যে বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়ে থাকে তা অভিভাবক মহলের মেরুদণ্ড চুরমার করে দেয়ার উপক্রম। বেসরকারী ও কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর এই স্বৈরতন্ত্র বন্ধ করার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অপারগ হয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়। প্রয়োজনবোধে বিষয়টি সরকারী পর্যায়ে আলোচিত হলে—বেসরকারী ও কিণ্ডার গার্টেন স্কুল কর্তৃপক্ষসমূহের মানবকল্যাণ তৎপরতার সকল দিক জাতির নিকট পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

—মোজহারুল হক (বাবুল)

প্রসঙ্গঃ পরীক্ষায় নকল

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। একটি জাতি তখনই বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, যখন সে দেশের নাগরিকরা হয় পরিপূর্ণ ও যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত। বাস্তবিকপক্ষে, সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে হলে পরিপূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু কোন্ পথে চলছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা? দেশের বিভিন্ন পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে হারে নকল করার প্রবণতা বেড়ে চলেছে, তা সত্যিই আমাদের জন্য ভাববার বিষয়। আমাদের মত গরীব ও পশ্চাৎপদ দেশে এভাবে নকলের হার বেড়ে চলে, তবে কারো পক্ষে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠা সম্ভব হবে না।

এদিক দিয়ে আজকের ছাত্রদেরই আগামী দিনের রাষ্ট্র পরিচালক হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে। তাদের হাতেই অর্পিত হবে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব। তারা পরিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে— এটাই সবার স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যাশা। কিন্তু আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা কি যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে? প্রতিটি পরীক্ষায় যেভাবে নকল চলছে, তা প্রতিটি বিবেকবান ও সচেতন নাগরিকের জন্য আতংকের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন পরীক্ষায় নকলের হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ধীরে ধীরে তা উচ্চতর পর্যায় থেকে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছে। এমনও অভিযোগ শোনা গেছে যে, শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে থাকেন।

শিক্ষকতা সবচেয়ে সম্মানজনক পেশা—একথা সর্বজনবিদিত। প্রতিটি দেশেই শিক্ষকরা তাদের এ সুনাম আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষকরা কি তাদের সুনাম ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছেন?

এ যুগের ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানার্জনের চেয়ে পরীক্ষা উত্তীর্ণ সার্টিফিকেটকে প্রাধান্য দেয় বলেই তাদের মধ্যে নকলের প্রবণতা বেড়ে গেছে বলে অনেকে মনে করেন। যদি এ অবস্থা অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে তবে আমাদের জাতি সত্তাকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে সকলকে সচেতন হতে হবে।

আমাদের জাতীয় জীবনের এই নেতিবাচক প্রবণতা ও নকল করার মানসিকতা দূর করার ও জনমত গড়ে তোলার জন্য তৎপর হতে হবে। সম্মিলিতভাবে নকল প্রতিরোধ করতে পারলেই শিক্ষার্থীদের পক্ষে পরিপূর্ণ শিক্ষিত হওয়া সম্ভব হবে। পরিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আমাদের এ জাতিকে বিশ্বের দরবারে সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করবে— সচেতন নাগরিকদের এটাই প্রত্যাশা।

—আহমেদ রেজাউর রহমান ইজাজ